তারিখ : 21 OCT 2015
পৃষ্ঠা : ৩ কলাম : 2

যুগান্তর

জেলাভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা

ফাঁস রোধে এবার এই ব্যবস্থা

মুসতাক আহমদ

জেলাভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে নেয়া হচ্ছে এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা। প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকার এই নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী ২২ নভেম্বর শুরু হবে এই পরীক্ষা। মঙ্গলবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা শুরু হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বিষয়টি নিশ্চিত করে যুগান্তরকে বলেন, 'এতদিন আমরা এক সেট প্রশ্নে পরীক্ষা নিয়েছিলাম। এতে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি হচ্ছিল। দেখা গেল, এক স্থানে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। তখন সারা দেশের পরীক্ষা স্থগিত করতে হচ্ছে। কোনো কারণে পরীক্ষা স্থগিত না করলে মানসিক পীড়নে থাকতে হচ্ছে। কেননা, কেউ প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, আবার কেউ পাচ্ছে না— তা নৈতিকভাবে মেনে নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এখন আলাদা প্রশ্নে পরীক্ষার বড় সুফল হবে, ফাঁসের অভিযোগ উঠলেই পরীক্ষা স্থগিত করা যাবে।'

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, পরীক্ষা নেয়ার জন্য এবার মোট ৮ সেট প্রশ্নপত্র ছাপানো হচ্ছে। ছয় বিষয়ে পরীক্ষা হয়ে থাকে। সেই হিসাবে মোট ৪৮ সেট প্রশ্ন ছাপা হচ্ছে। এসব প্রশ্নপত্র সেট নম্বর অনুযায়ী ৬৪ জেলার মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। সেই হিসাবে প্রত্যেক ৮ জেলা এক সেট প্রশ্নে পরীক্ষা দেবে। সূত্র আরও জানায়, ফাঁসকারীদের ফাঁকি দিতে এ ক্ষেত্রে একটি ধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছে। তা হল ৮ জেলার বাংলা প্রশ্নপত্রের সেট নাম্বারের সঙ্গে ওই জেলাগুলোর ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্ন সেট মিলবে না। উদাহরণস্বরূপ— ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার গণিতের প্রশ্নপত্র যদি ১ নম্বর সেটে হয়, তাহলে এই দুই জেলার ইংরেজি প্রশ্নপত্র একই সেটের হবে না। এ ক্ষেত্রে ঢাকা হয়ত ৩ নম্বর সেট আর নারায়ণগঞ্জ ৫ নম্বর সেটের প্রশ্নপত্র পাবে। ফলে কোনোভাবেই ধারণা করে মিলিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের চেষ্টা করে সুফল পাওয়া যাবে না।

একাধিক সেটে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে সম্প্রতি আলাপকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মেজবাহ-উল আলম যুগান্তরকে জানিয়েছেন, 'সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এ কারণে আমরা একাধিক সেটে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন এই ব্যবস্থায় পঞ্চগড়ে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠলে আর পটুয়াখালীর পরীক্ষা স্থগিত করার প্রয়োজন হবে না। কোথাও সমস্যা হলে সেখানকার পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। বাকি পরীক্ষা চলবে।'

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর বলেন, সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার কোনো অপরিহার্যতা নেই। এই পরীক্ষার প্রধান আবেদন বৃত্তির ফলাফলে। প্রাথমিকে ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ নামে দু'ক্যাটাগরিতে আমরা মেধা বৃত্তি দিয়ে থাকি। ট্যালেন্টপুল বৃত্তি পায় উপজেলায় মেধা তালিকায় থাকা সেরা শিক্ষার্থীরা। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা এখানে উপজেলাভিত্তিক। আর সাধারণ গ্রেডের বৃত্তি গ্রামে ইউনিয়ন আর শহরে ওয়ার্ডভিত্তিক দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আরও ছোট পর্যায়ে। তাই উপজেলাভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে পরীক্ষা নিলেও কোনো সমস্যা নেই বলে জানান সরকারের এই কর্মকর্তা।

২০০৯ সালে দেশে প্রথমবারের মতো এই পরীক্ষা চালু হয়। ওই বছর থেকেই সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেয়া হচ্ছে এই পরীক্ষা। প্রথমবছর প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। এবার সমাপনীতে প্রায় পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

পরীক্ষা : সমাপনী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

২৯ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নেবে। ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী (ইইসি) পরীক্ষার্থীসহ এবার মোট শিক্ষার্থী সাড়ে ৩২ হাজার বলে সূত্র জানিয়েছে।